

# হিফয করতে হলে

শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানী

# হিফয করতে হলে

## শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানী

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ২০১৯

গ্রন্থসূত্র

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্যে ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

[www.sijdah.com](http://www.sijdah.com)

[www.rokomari.com](http://www.rokomari.com)

[www.wafilife.com](http://www.wafilife.com)

[www.alfurqanshop.com](http://www.alfurqanshop.com)

[www.oneummahbd.com](http://www.oneummahbd.com)

বাঁধাই এবং মুদ্রণ

নুসরাহ পাবলিশিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 141.00 US \$ 25.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬



## সূচিপত্র

### প্রথম অধ্যায়

হিফযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য	১৭
----------------------------	----

### দ্বিতীয় অধ্যায়

বিস্ময়কর স্মরণশক্তি	২৫
দ্রুত হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা	২৬
স্মরণশক্তির বিস্ময়কর ঘটনা	৩৭
বিপুল পরিমাণ হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা	৪৬

### তৃতীয় অধ্যায়

মুখস্থ করার পদ্ধতি	৫৬
সুপ্ত পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	৫৭
পুনরাবৃত্তি	৬২
দিক-নির্দেশনা	৬৭

## চতুর্থ অধ্যায়

হিফযের সহায়িকা	৬৯
বিশুদ্ধ নিয়ত	৬৯
নিষ্ঠাপূর্ণ দুআ	৭০
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ	৭২
পাপ-কাজ বর্জন	৭৩
যত্নবান হওয়া বা গুরুত্ব প্রদান	৭৫
অনুশীলন	৭৭
আমল	৭৭
উপযুক্ত সময় চয়ন করা	৭৯
শেষবে হিফয করা	৮০
পারস্পরিক আলোচনা	৮০

## পঞ্চম অধ্যায়

কুরআনুল কারীম হিফয করার ফযীলত	৮৪
দুনিয়া-কেন্দ্রিক ফযীলত	৮৪
আখিরাত-কেন্দ্রিক ফযীলত	৮৮
কুরআনুল কারীম কেন মুখস্থ করব?	৮৯

## ষষ্ঠ অধ্যায়

হাদীস মুখস্থের ফযীলত	৯২
----------------------	----





## তৃতীয় অধ্যায়

### মুখস্থ করার পদ্ধতি

আমার মতে যে-ব্যক্তি ভালোভাবে হিফয করতে চায় এবং যুগ যুগ ধরে কোনো একটি বিষয়কে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে চায় তার কর্তব্য হলো নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা। অবশ্য কেউ যদি সাধারণ কোনো বিষয় সাময়িক সময়ের জন্য মুখস্থ করতে চায় তাহলে তার জন্য এই পদ্ধতির অনুসরণ অত্যাৱশ্যক নয়। আল্লাহ আমাকে, আপনাকে এবং আগ্রহী সকলকে তাওফীক দান করুন!

উল্লেখ্য যে, নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি আমার ব্যক্তিগত নয়; বরং সালাফদের মতামত এবং তাদের বাস্তব জীবন থেকে গৃহীত। এই মহান মনীষীদের দূত হিফয করার ক্ষমতা, বিস্ময়কর স্মরণশক্তি এবং বিপুল পরিমাণ মুখস্থ করার বিস্ময়কর ঘটনা আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি। তাদের এই বিস্ময়কর হিফয নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই কেউ যদি হিফয ও স্মরণশক্তিতে তাদের সমস্তরে পৌঁছাতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে তাদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করতে হবে।

হিফযের এই কার্যকর পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি মনে করছি যে, হিফযের জন্য পর্যাপ্ত ধৈর্য, দৃঢ় সংকল্প ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মানসিকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে তুরাপ্রবণতা এবং সময়ের দীর্ঘতায় বিরক্ত হওয়ার মানসিকতা পরিহার করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা তার এই ধৈর্য, সাধনা ও সময়, কল্যাণসর্বস্ব কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। আর জ্ঞান অর্জনে

যে-সময় ব্যয় করা হচ্ছে তা বিফলে যাচ্ছে না। বরং লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। নিয়ত ঠিক থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে এই পুঁজি বহুগুণ লাভ বয়ে আনবে।

এবার তাহলে হিফযের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। হিফযের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি দুটি অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যিক।

এক. সুল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

দুই. পুনরাবৃত্তি

### সুল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

অতএব, কেউ যদি কোনো বিষয় মুখস্থ করতে চায় তবে অবশ্যই তাকে ওই বিষয়টি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে ভাগ করে নিতে হবে। এরপর প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে ওই বিষয়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ মুখস্থ করতে হবে এবং অবশ্যই ওই অংশের পরিমাণ সুল্প হতে হবে। কারণ, নির্দিষ্ট অংশের পরিমাণ বেশি হলে ক্লাস্তি ও বিরক্তি ভর করবে। অধিকন্তু প্রচলিত আছে—

مَنْ زَامَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةٌ

যে-ব্যক্তি প্রথম প্রচেষ্টায়ই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে সহসাই সমস্ত জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়।

আরও বর্ণিত আছে—

إِزْدِحَامُ الْعِلْمِ مُضِلُّهُمُ الْفَهْمِ.

একসাথে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে গেলে বোধশক্তি লোপ পায়।

অধিকন্তু একটি হাদীসে বলা হয়েছে—



عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيعُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنَّ قَلَّ

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাকো। কারণ, আল্লাহ তাআলা ক্লাস্ত হন না; বরং তোমরাই ক্লাস্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহর নিকট ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।’<sup>[১]</sup>

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ فِي الْأَخْذِ وَلَا يَكْثُرَ ، بَلْ يَأْخُذُ قَلِيلًا قَلِيلًا ، حَسَبَ مَا يَحْتَمِلُهُ حِفْظُهُ ، وَيَقْرُبُ مِنْ فَهْمِهِ . فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

হিফযের ক্ষেত্রে স্വാভাবিক নিয়ম হলো, দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়া। কোনোক্রমেই তাড়াহুড়ো না করা; বরং মস্তিস্কের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী একটু একটু করে হিফয করা। এতে হিফয ও অনুধাবন, দুটোই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, ‘কাফিররা বলে, তার ওপর পুরো কুরআন একসাথে কেন নাযিল হলো না? এটা এ জন্য যে, আমি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে ধীরে।’<sup>[২]</sup>

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, ‘অস্তুরও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ। ফলে স্ভাবতই সে-ও কিছু বিষয় ধারণ করতে পারে; আর কিছু বিষয় ধারণ করতে পারে না। যেমন, মানবদেহ। কেননা, কেউ কয়েক মণ বহন করতে পারে আবার কেউ বিশ কেজিও ওপরে তুলতে পারে না। অনুরূপ কেউ দিনে শত মাইল অনায়াসে হাঁটতে পারে; আবার কেউ অর্ধমাইলও হাঁটতে পারে না। কেউ এক বসাতে কয়েক কেজি খেতে পারে; আবার কেউ সামান্য পরিমাণ খেলেই হাঁপিয়ে ওঠে।

মানুষের অস্তুরও ঠিক একই রকম। কেউ এক ঘণ্টায় দশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করে ফেলতে পারে; আবার কেউ কয়েক দিনেও আধা পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারে না। অতএব, যে-ব্যক্তি কয়েক দিনে আধা পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারে না, সে যদি দশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে যায়, তাহলে সে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়বে। যেটুকু মুখস্থ করেছিল, একসময় সেটুকুও ভুলে যাবে। ফলে পড়া না-পড়া, উভয়ই সমান হয়ে যাবে।

[১] সহীহ বুখারী, ৫৮৬১; সহীহ মুসলিম, ৭৮২।

[২] সূরা ফুরকান, আয়াত, ৩২।

[৩] আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাঙ্কিহ, ২/১০১।

কাজেই হিফযের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ততটুকু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত যতটুকু সে উদ্যম ও প্রফুল্লতার সাথে মুখস্থ করতে পারবে। এই পদ্ধতি অনেক সময় ভালো মেধা ও দক্ষ শিক্ষকের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।<sup>[১]</sup>

যারনূজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের শিক্ষকগণের ভাষ্যমতে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ততটুকু পাঠ দেওয়া উচিত, যতটুকু তারা দুবার পড়ে সাচ্ছন্দ্যে ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলতে পারে।’<sup>[২]</sup>

ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমাকে ইবনু শিহাব বলেছেন, ইলম নিয়ে অহংকার করো না। কারণ, ইলম হচ্ছে কয়েকটি উপত্যকার সমষ্টি। তুমি যে-উপত্যকায়-ই বিচরণ করো না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বেই ক্লান্ত ও স্থবির হয়ে পড়বে। কাজেই তুমি দিন-রাত পরিশ্রম করে ইলম অর্জন করতে থাকো। আর একবারেই সমস্ত ইলম অর্জন করতে যেয়ো না। যে একবারেই সমস্ত ইলম অর্জন করতে চায়, সে সম্পূর্ণরূপে ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। তাই দিন-রাত পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে ইলম অর্জন করো।’<sup>[৩]</sup>

ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, ‘ইলম একসাথে বেশি পরিমাণ অর্জন করতে গেলে ইলমের কাছে পরাস্ত হয়ে যাবে, সামান্যও অর্জন করতে পারবে না। তাই দিন-রাত পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে অর্জন করবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সফলতার সাথে ইলম অর্জন করতে সমর্থ হবে।’<sup>[৪]</sup>

খলীল ইবনু আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইলমকে গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য করবে আর বিতর্ককে অজানা বিষয় জানার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে। জানার জন্য অধিক পরিমাণ জ্ঞান আহরণ করবে আর মুখস্থ করার জন্য অল্প পরিমাণ নির্ধারণ করবে।’<sup>[৫]</sup>

[১] আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১০৭।

[২] তা’লীমুল মুতাআল্লিম, তুরুকুত তা’লীশ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩২-৩৩, মাকতাবাতুল কাহিরা।

[৩] জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফায়লিহ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৬৮।

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৬৪।

[৫] জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফায়লিহ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২০৬।



ইবনু সালাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘দিন-রাত পরিশ্রম করে ধারাবাহিকভাবে অল্প অল্প করে হাদীস মুখস্থ করবে। তাহলে মুখস্থ জিনিস থেকে উপকৃত হতে পারবে। শূবা, ইবনু উলাইয়া, মামার ও অন্যান্য হাফিযে হাদীসগণ এমনই বলেছেন।’<sup>[১]</sup>

### এ বিষয়ে সালাফদের জীবন থেকে নেওয়া বাস্তব কিছু ঘটনা

সালাফদের জীবন থেকে এ সম্পর্কিত বাস্তব কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে জানা যাবে যে, তারা যথাযথ হিফয নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজেদের এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে কতটা যত্নবান ছিলেন।

মায়মূন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ চার বছর ধরে সূরা বাকারা শেখেন।’<sup>[২]</sup> এমনও বলা হয়ে থাকে যে, ‘তিনি সূরা বাকারা শিখতে দীর্ঘ আট বছর সময় নেন।’<sup>[৩]</sup>

আবু আব্দির রহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমরা কুরআনের দশ আয়াত শেখার পর পরবর্তী দশ আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত শিখতাম না, যতক্ষণ না পূর্বের দশ আয়াত-সংশ্লিষ্ট হালাল-হারাম ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারতাম।’<sup>[৪]</sup>

আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘তোমরা পাঁচ আয়াত করে কুরআন শিখবে। কেননা, তা মুখস্থ করতে সহজ। জিবরীল আলাইহিস সালাম সাধারণত পাঁচ আয়াত করে নিয়ে আসতেন।’<sup>[৫]</sup>

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি আমাশ ও মানসূরের নিকট এসে চার থেকে পাঁচটি করে হাদীস শিখতাম, যেন বেশি শিখতে গিয়ে ভুলে না যাই।’<sup>[৬]</sup>

[১] উলূমুল হাদীস, পৃষ্ঠা-সংখ্যা :২২৭

[২] ইবনু সাদ, আত-তবাকাতুল কুবরা, ৪/১২৩

[৩] আল জামি লি-আহকামিল কুরআন, ১/৪০

[৪] আল জামি লি-আহকামিল কুরআন, ১/৩৯

[৫] হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/২১৯

[৬] ফাতহুল মুগীস, ৩/৩১৬

আবু বকর ইবনু আইয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি আসিম ইবনু আবিন নাজ্জদের কাছে কুরআন শিখেছি। তিনি আমাকে বলতেন, ‘দিনে এক আয়াত করে শিখবে; এর বেশি নয়। কারণ, এভাবে শিখলে খুব ভালোভাবে আয়ত্তে থাকবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘তার এই ধীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার কারণে আশঙ্কা হচ্ছিল যে, আমার কুরআন হিফয সম্পন্ন হওয়ার আগেই তিনি মারা যাবেন। এ কারণে আমি তাকে অধিক পড়া দেওয়ার জন্য ক্রমাগত ‘প্ররোচনা’ দিতে থাকি। অবশেষে তিনি আমাকে দিনে সর্বোচ্চ পাঁচ আয়াত পড়ার অনুমতি দেন।’<sup>[১]</sup>

মোটকথা, আসিম আবু বকরকে এ পদ্ধতিতে অবলম্বনে বাধ্য করেন। তিনি তাকে অল্প অল্প করে মুখস্থ করতে বলতেন, যেন প্রতিদিনের পড়া খুব ভালোভাবে মুখস্থ হয় এবং তার স্মৃতির গভীরে গেঁথে যায়।

আসিম নিজের সম্পর্কে বলেন, ‘আমি দুই বছর অসুস্থ ছিলাম। ফলে এ দুই বছরে একবারও কুরআন পড়া সম্ভব হয়নি। সুস্থ হলে আমি কুরআন মুখস্থ পড়া শুরু করি। তারপরও কোথাও একটি বর্ণও ভুল পড়িনি।’<sup>[২]</sup>

প্রিয় পাঠক, এমন বিস্ময়কর স্মরণশক্তি নিয়ে একটু ভাবুন। অসুস্থতার কারণে দুই বছরে কুরআন খুলে দেখারও সুযোগ হয়নি। তারপরও একটি বর্ণও ভোলেননি।

নিঃসন্দেহে এটা অল্প অল্প করে মুখস্থ করার সুফল। আবু বকর তার এই ধীর প্রক্রিয়ার সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘আসিমের সান্নিধ্য থেকে গমনের সময় আমার হিফয এতটাই মজবুত হয়েছিল যে, আমি কোথাও কখনও একটি বর্ণও ভুল করিনি।’<sup>[৩]</sup>

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ-র নিকট এলে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কী মনে করে এসেছ?’ আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ফিকহ শিখতে এসেছি।’ তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক দিন তিনটি করে মাসআলা শিখবে। এর বেশি একটিও শিখবে না। এভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্পন্ন হওয়ার পর ইচ্ছেমতো পড়বে। ইমাম আবু হানীফা তার

[১] তবাকাতুল হানাবিলাহ, ১/৪২।

[২] সিয়্যরু আলামিন নুবাল, ৫/২৫৮।

[৩] সিয়্যরু আলামিন নুবাল, ৮/৫০৩।

সাহচর্যে থেকে এ পন্থতিতে ফিকহ-শাস্ত্রে এতটাই বুৎপত্তি অর্জন করেন যে, তিনি প্রবাদপ্রতীমে পরিণত হন।<sup>[১]</sup>

শুবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি কাতাদার নিকট এসে বলতাম, আমাকে মাত্র দুটি হাদীস শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে দুটি হাদীস শিক্ষা দিতেন। একদিন বললেন, ‘কিছু বৃদ্ধি করে দিই?’ বললাম, না, ভালোভাবে মুখস্থ করি; তারপর।’<sup>[২]</sup>

শুবার অল্প অল্প করে মুখস্থ করার কারণ হচ্ছে, তিনি কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ-র মতোই বিরল মুখস্থ শক্তির অধিকারী হওয়ার তীব্র বাসনা লালন করতেন। কারণ, এই কাতাদা একদিন সাঈদ ইবনু মুসাইয়িবকে বলেছিলেন, ‘আবু নযর, কুরআন নাও; আর দেখো, কোথাও ভুল হচ্ছে কি-না।’ এরপর তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করেন এবং নির্ভুলভাবে পড়ে যান। পড়া শেষ হলে বলেন, ‘কী আবু নযর, ঠিক পড়েছি তো?’ তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ।’ এরপর বলেন, ‘সূরা বাকারার চেয়েও জাবির ইবনু আদ্দিল্লাহর সহীফা আমার বেশি মুখস্থ।’<sup>[৩]</sup>

জনৈক শিক্ষার্থীর বর্ণনামতে, ‘তার এক সহপাঠী দিনে ‘আলফিয়াহ’ কবিতার অর্ধপঙক্তি করে মুখস্থ করতেন। এভাবে তিনি দীর্ঘ আট বছরে সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ করেন।’

## পুনরাবৃত্তি

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হিফযের জন্য দুটি বিষয় একান্ত আবশ্যিক। এক. সুল্ল পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। দুই. পুনরাবৃত্তি। কাজেই মুখস্থকৃত বিষয়কে স্থায়িত্ব দিতে চাইলে সুল্ল পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও পুনরাবৃত্তির কোনো বিকল্প নেই।

ইবনুল জাওয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মুখস্থ বিষয়কে স্থায়ী করার পন্থতি হচ্ছে, বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করা। অবশ্য স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ দুই-একবার পুনরাবৃত্তি করলেই মুখস্থ বিষয়টি তার স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে গুঁথে যায়। আবার কারও এজন্য অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কাজেই কোনো বিষয়

[১] আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাঙ্কিহ, ২/১০১।

[২] সিয়ানু আলামিন নুবালা, ৭/২২৫-২২৬।

[৩] হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৩৪; সিয়ানু আলামিন নুবালা, ৫/২৭২।

মুখস্থ করার পর সেটাকে স্মৃতিতে চিরভাসুর করে রাখতে হলে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করতে হবে।<sup>[১]</sup>

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের অনেক সালাফ সুন্নত সময়ে বিপুল পরিমাণ হিফয করেছেন; কিন্তু তাদের অনেকেই অলসতার কাছে নিজেদের সাঁপে দিয়েছেন। পুনরাবৃত্তি থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। ফলে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আমি ছাত্রদের বিস্মৃতির কারণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, তারা দৈনন্দিন পাঠ দুই থেকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হয়। ফলে পরের দিনই সব কিছু ভুলে যায়। জ্ঞানমূলক বিতর্ক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় সেগুলোর প্রয়োজন পড়লে বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে তাদের শিক্ষার প্রাথমিক জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে সেগুলো আবারও মুখস্থ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এই বিস্মৃতির প্রধান কারণ হচ্ছে, ভালোভাবে মুখস্থ না করা এবং নিজের স্তর ও সামর্থ্য অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি না করা।<sup>[২]</sup>

যারনূজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ছত্রের দায়িত্ব হচ্ছে দৈনন্দিন বৃত্তিন তৈরি করে সে অনুযায়ী মুখস্থ বিষয় পুনরাবৃত্তি করা। অন্যথায় সেটা কিছুতেই স্মৃতিতে স্থায়ী হবে না। কাজেই মুখস্থ বিষয়কে স্মৃতিতে স্থায়িত্ব দিতে হলে তাকে অবশ্যই গতকালের পাঠ পাঁচবার, পরশুর পাঠ চারবার, তিন দিন আগের পাঠ তিনবার, চার দিন আগের পাঠ দুইবার এবং পাঁচ দিন আগের পাঠ একবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তবেই সেটা স্মৃতিতে স্থায়িত্ব পাবে।<sup>[৩]</sup>

খতীব বাগদাদী সূরী আল-জামি গ্রন্থে ‘পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্থ বিষয় আত্মস্থ করা’, শিরোনামে সূত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এরপর তিনি আলকামা রাহিমাহুল্লাহ-র নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন—

أَطِيلُوا كَرَّ الْحَدِيثِ لَا يُدْرَسُ

হাদীস বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করো; কখনও তা বিস্মৃত হবে না।

[১] আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২১।

[২] আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১২।

[৩] তালীমুল মুতাআল্লিম, তুবুকুত তালীশ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪১ মাকতাবাতুল কাহিরাহ।

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

إِجْعَلُوا الْحَدِيثَ حَدِيثَ أَنْفُسِكُمْ، وَفَكْرَ قُلُوبِكُمْ، تَحْفَظُوهُ.

তোমরা হাদীসকে ‘আত্মকথা’ ও ‘চিত্তবিনোদন’ হিসেবে গণ্য করো। তবেই তা মুখস্থ করতে পারবে।<sup>[১]</sup>

হাসান ইবনু আবু বকর নায়সাপুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

لَا يَحْتَصِلُ الْحِفْظُ حَتَّى يُعَادَ تَحْسِينًا مَرَّةً.

পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা ব্যতীত মুখস্থ করা যায় না।<sup>[২]</sup>

তিনি আরও বলেন, একদিন জনৈক ফকীহ ঘরে বসে বসে এক-ই পাঠ বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তার পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে বাড়ির এক বৃন্দা বলে ওঠেন, ‘আল্লাহর কসম! তোমার পুনরাবৃত্তি শুনে শুনে আমারই মুখস্থ হয়ে গেছে। অথচ তুমি এখনো পুনরাবৃত্তি করেই চলেছ!’

ফকীহ বলেন, ‘তাহলে একবার শোনান দেখি।’

বৃন্দা ঠিকই তাকে শুনিয়ে দেয়। কিছুদিন পর ফকীহ উক্ত বৃন্দাকে ডেকে বলেন, ‘ওই দিনের মুখস্থ পড়াটা আজকে শোনান দেখি।’

বৃন্দা বলেন, ‘ভুলে গেছি।’

তখন তিনি বলেন, ‘আমি আপনার মতো ভুলে যাওয়ার ভয়েই বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলাম।’<sup>[৩]</sup>

ইবনু জিবরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যারা কোনো প্রকার পুনরাবৃত্তি ছাড়াই দ্রুত মুখস্থ করে ফেলে, তারা সাধারণত দ্রুতই ভুলে যায়। এজন্য পূর্ববর্তী অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানমূলক বিষয় মুখস্থ করার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। কেউ কেউ

[১] আল-জামি লি-আখলাকির রাবী, ২/২২৬।

[২] আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২১।

[৩] আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২১।

তো একটা হাদীস বা মাসআলা একশবারও পড়তেন। ফলে পঠিত বিষয়টি মস্তিষ্কে শক্তভাবে গেঁথে যেত। এরপর অব্যাহতভাবে সেটা পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন।<sup>[১]</sup>

### এ বিষয়ে সালাফদের জীবন থেকে নেওয়া বাস্তব কিছু ঘটনা

ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যুহরী রাহিমাহুল্লাহ-র ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি অনেক হাদীস শুনতেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে তার দাসীকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সব হাদীস শোনাতেন এবং বলতেন, ‘আমি তোমাকে শোনাচ্ছি মুখস্থ করার জন্য।’ তার সমসাময়িক অন্যরাও মকতবের বাচ্চা বা অন্যদের শোনাতেন।<sup>[২]</sup>

আবুল ওয়ালীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হাম্মাদ আমাকে বলেছেন, ‘শুবা ও আমার হাদীসের মাঝে বিরোধ হলে আমি শুব্বার হাদীস গ্রহণ করি।’ আমি বললাম, ‘কেন এমনটা করেন?’ তিনি বললেন, ‘শুবা এক হাদীস বিশবার না-শোনা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন না; আর আমি একবার শুনেই ইতি টানতাম।’<sup>[৩]</sup>

আব্বাস আদ-দুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি, আমরা এক হাদীস পঞ্চাশবার না-লিখলে চিনতে পারি না।’<sup>[৪]</sup> মুজাহিদ ইবনু মূসা বলেন, ‘ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন এক হাদীস পঞ্চাশবারেরও অধিক লিখতেন।’<sup>[৫]</sup>

আবু ইসহাক আশ-শীরাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমি প্রত্যেক কিয়াস এক হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতাম। এক হাজারবার হয়ে গেলে তবেই আরেকটি কিয়াস শিখতাম। আমি প্রত্যেক পাঠকে এক হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতাম। এছাড়াও কোনো মাসআলার পক্ষে প্রামাণ্য পণ্ডিত থাকলে তা মুখস্থ করতাম।’<sup>[৬]</sup>

[১] কায়ফা তাতলুবুল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩১।

[২] আল-আদাবুশ শারঈয়াহ, ২/১২০।

[৩] সিয়্যারু আলামিন নুবালা, ৭/২১৭।

[৪] সিয়্যারু আলামিন নুবালা, ১১/৮৪।

[৫] সিয়্যারু আলামিন নুবালা, ৭/৯২।

[৬] তবাকাতুশ শাফিঈয়াহ, ৪/২১৭।

তার এমন কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার ব্যাপারে বলা হয়, ‘আবু ইসহাক বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলো সূরা ফাতিহার মতো করে মুখস্থ করতেন।’<sup>[১]</sup>

বকর ইবনু মুহাম্মাদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-কে কোনো একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি বুখারার একটি দুর্গে এ মাসআলা চারশবার পুনরাবৃত্তি করেছি।’ বকর ইবনু মুহাম্মাদ বুখারীকে জ্ঞানমূলক কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তার উত্তর দিয়ে দিতেন।<sup>[২]</sup>

ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ-র ব্যাপারে বলা হয়, ‘তিনি মুকনী গ্রন্থ একশবার পড়েছেন।’<sup>[৩]</sup>

### এবিষয়ে সমকালীন আলিমদের বাস্তব কিছু ঘটনা

আমি শাইখ আব্দুর রহমান ফারিয়ানকে বলতে শুনছি, শৈশবে আমি কুরআনের একটি পাঠ আশিবার পুনরাবৃত্তি করতাম; কিন্তু শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু হুমাইদ এতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বলতেন, ‘প্রতিটি পাঠ কমপক্ষে একশবার পুনরাবৃত্তি করবে।’ আমি বলতাম, ‘আশিবারই তো বেশি।’

মসজিদে নববীতে শানকীত এলাকার একজন লোক আমাকে বলেন, ‘তারা পাঠ মুখস্থ করার জন্য একশবার পুনরাবৃত্তি করতেন।’

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুনরাবৃত্তি করা আলিমদের একটি স্বাভাবিক অভ্যাস ও অত্যাাবশ্যিক রুটিন ছিল। তারা সুপ্রণোদিত হয়েই পুনরাবৃত্তির এই বাধ্যবাধকতা মেনে চলতেন। এতে কখনও ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়লে বিভিন্ন উপায়ে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। নিচে তাদের এ ধরনের প্রচেষ্টার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো—

কায়া হাররাসী বলেন, ‘নাইসাপুরের সারহানক মাদরাসায় গভীর একটি কূপ ছিল। কূপে সত্তরটি ধাপ বিশিষ্ট দীর্ঘ একটি সিঁড়ি ছিল। আমি যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো

[১] তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ৪/২২২।

[২] আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩২; সিয়্যারু আলামিন নুবালা, ১৯/৪১৬।

[৩] যায়লু তবাকাতিল হানাবিলাহ, ২/৪০৯।

পাঠ মুখস্থ করতে মনস্থ করতাম তখন ওই কূপে নেমে পড়তাম। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার সময় প্রত্যেক ধাপে একবার করে পুনরাবৃত্তি করতাম। এভাবে প্রতিটি পাঠ মুখস্থ করতাম।<sup>[১]</sup>

কোনো কোনো গ্রন্থে রয়েছে, ‘কায়া নায়সাপুরের নিয়ামিয়াহ মাদরাসার সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে একটি পাঠ সাতবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন। আর ওই সিঁড়ির ধাপ ছিল সত্তরটি।’<sup>[২]</sup>

অর্থাৎ, তিনি একটি পাঠ ৪৯০ বার পুনরাবৃত্তি করতেন।

আমাকে আলী ইবনু আদ্রির রহমান বলেন, ‘আমি মৌরিতানিয়ায় শানকীত এলাকার এক ছাত্রের ইন্টারভিউ নিই। তার স্মৃতি ছিল খুবই প্রখর ও উন্নত। আমি তার পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে, ‘আমি সব দিকে মুখ করে আশিবার করে পুনরাবৃত্তি করি, প্রথমে পূর্ব দিকে মুখ করে আশিবার। তারপর পশ্চিম দিকে মুখ করে আশিবার। এভাবে সব দিকে মুখ করে আশিবার করে পুনরাবৃত্তি করি।’

চিন্তা করুন! ক্লাস্তি দূর করতে তারা কত কৌশল অবলম্বন করেছেন। অভীষ্ট সংখ্যা পূরণের ব্যাপারে কতটা আগ্রহী ছিলেন। কেউ তো একই পাঠ সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে সাতবার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রত্যেক দিকে মুখ করে আশিবার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন। এভাবে তারা ক্লাস্তি ও অবসন্নতা দূর করেছেন। কারণ, ঘরে বসে মুখস্থ করলে অনেক সময় ক্লাস্তি ও অবসন্নতা আঁচিপৃষ্ঠে চেপে ধরে। ফলে অভীষ্ট সংখ্যা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

## দিক-নির্দেশনা

মুখস্থ করার আগে অবশ্যই অভীষ্ট অংশ নির্ভুল করে নিতে হবে। বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পূর্বে কিছুতেই মুখস্থ করা যাবে না। অন্যথায় ভুল-ভ্রান্তিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হবে।

[১] তবাকাতুশ শাফিঈয়াহ, ৭/২৩২।

[২] তবাকাতুশ শাফিঈয়াহ, ৭/২৩২।



মুখস্থ করার সময় অবশ্যই এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজের পড়া নিজে শুনতে পায়। কারণ, যে-শব্দ কর্ণগোচর হয়, সে-শব্দ সহজেই হৃদয়ে গেঁথে যায়। তাই তো মানুষ পঠিত বিষয়ের তুলনায় শ্রুত বিষয় অধিক মনে রাখতে পারে।

যুবায়ির ইবনু বাক্কার রাহিমাছুলাহ বলেন, ‘একদিন আমি খাতা দেখে মনে মনে হাদীস পড়ছিলাম। এমন সময় আমার পিতা ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, ‘তুমি যেভাবে হাদীস পড়ছ, সেভাবে পড়তে থাকলে তা শুধু চোখ হয়ে অন্তরে গিয়ে পৌঁছাবে। আর যদি সশব্দে পড়ো তাহলে চোখ ও কান হয়ে অন্তরে গিয়ে পৌঁছাবে।’<sup>[১]</sup>

আসকারী রাহিমাছুলাহ বলেন, ‘আবু হামিদের ব্যাপারে আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, ‘পড়ার সময়ে শব্দ করে পড়বে। তাহলে খুব ভালোভাবে মুখস্থ হবে এবং ঘুমের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকবে।’ তিনি আরও বলতেন, ‘বুঝতে হলে আস্তে আস্তে পড়তে হবে। আর বুঝে বুঝে মুখস্থ করতে হলে শব্দ করে পড়তে হবে।’<sup>[২]</sup>

যারনূজী রাহিমাছুলাহ বলেন, ‘পুনরাবৃত্তির সময় আস্তে পড়া যাবে না। কারণ, পড়া ও পুনরাবৃত্তির সময় উদ্যম ও উৎসাহ ধরে রাখতে হবে। তবে এমন শব্দে পড়া ও পুনরাবৃত্তি করা যাবে না, যার কারণে উদ্যম ও উৎসাহে ভাটা পড়ে। তাই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।’<sup>[৩]</sup>



[১] আল-জামি লি-আখলাকির রাবী, ২/২২৬।

[২] আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭২।

[৩] তালীমুল মুতাআল্লিম, তুরুকুত তালীশ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪১ মাকতাবাতুল কাহিরাহ।